গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য গোপনীয়তা ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৯

এস.আর, ও

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৬০(২)ঝ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংরক্ষিত ডাটার সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।

(১) এই বিধিমালা তথ্য গোপনীয়তা ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিতে-

(ক) ‘‘আইন’’ বলিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ বুঝাইবে।

(খ) "যোগাযোগ" অর্থ মৌখিক, লিখিত বা কাউকে ইঙ্গিত করে কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ অথবা যে কোন প্রকারে বা ভাষায় এনক্রিপ্টেড বা আনএনক্রিপ্টেডভাবে, অর্থপূর্ণ বা অর্থহীন শব্দের ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, আইডিয়া বা সিম্বল বা ইমেজের মাধ্যমে প্রেরিত বা অপ্রেরিত এবং প্রেরণ করা হলে সঞ্চালন মাধ্যমের নির্বিশেষ উপাত্ত;

(গ) ‘‘উপাত্ত’’ অর্থ কোন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা বা নির্দেশাবলী যাহা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া, পাঞ্চকার্ড, পাঞ্চ টেপসহ যে কোন আকারে বা বিন্যাসে কম্পিউটার সিস্টেম অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রক্রিয়াজাত করা হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে অথবা যাহা অভ্যন্তরীণভাবে কোন কম্পিউটার স্মৃতিতে সংরক্ষিত;

(ঘ) "তথ্য নিয়ন্ত্রক" অর্থ এমন ব্যক্তি, যিনি একা বা যৌথভাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির সাথে সমন্বয় করে, ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার বা প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করে;

(ঙ) "উপাত্ত প্রক্রিয়াকারী" অর্থ উপাত্ত নিয়ন্ত্রকের একজন কর্মীর পাশাপাশি যে কোন ব্যক্তিগত উপাত্ত নিয়ন্ত্রকের আওতায় স্বাধীনভাবে প্রক্রিয়াকারী;

(চ) "ব্যক্তি" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন সতন্ত্র ব্যক্তি;

(ছ) "ব্যক্তিগত তথ্য" অর্থ যে কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত তথ্য, যা থেকে তাকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সনাক্ত করা যায় এবং তাতে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে;

(জ) "প্রক্রিয়াকরণ" অর্থ তথ্য বা তথ্য প্রাপ্তি রেকর্ড করা বা তথ্য পরিচালনার কোন অপারেশন স্বতন্ত্র উপায়ে পরিচালনা করা, অভিযোজন বা তথ্য পরিবর্তন, তথ্য পুনরুদ্ধার, পরামর্শ বা তথ্যের ব্যবহার, সম্প্রচার বা অন্যকোনভাবে প্রকাশ করা, অন্য কোন তথ্যের সংমিশ্রণ, ব্লক ও বিলোপ বা ধ্বংস করা।

(ঝ) "ছদ্ম-অ্যানোনিমাইজেশন" অর্থ ব্যক্তিগত তথ্য এমনভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা যাতে সেই তথ্য ব্যবহার করে কোন ব্যক্তিকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা করা না যায় এবং প্রযুক্তিগত এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য যে ব্যক্তিগত তথ্য একটি চিহ্নিত বা সনাক্ত করা;

(ঞ) "পোর্টেবিলিটি" অর্থ বিভিন্ন কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্কে, কম্পিউটার সিস্টেম অথবা কম্পিউটার রিসোর্সের মধ্যে যে কোনও উপায়ে তথ্য স্থানান্তর, অনুলিপি বা শেয়ার করা।

(ট) "প্রোফাইলিং" অর্থ কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তির আচরণকে শ্রেণীবদ্ধ করা;

(ঠ) "নজরদারি" অর্থ কোনও যোগাযোগ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট শ্রেণির ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির দ্বারা কাজ সম্পাদন, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, অন্তর্বর্তীকরণ বা বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ক্রিয়াকলাপ।যেমনঃ চিত্র, সংকেত, তথ্য, আচরণ বা কর্ম;

(ড) সংস্থা বলিতে যিনি কোন তথ্য অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে গ্রহণ, জমা এবং বিতরণ করেন অথবা সেই রেকর্ড এর ভিত্তিতে কোন সেবা প্রদান করেন। সেবা বলিতে টেলিকম সেবা প্রদানকারী, নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী, ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী, ওয়েব হেস্টিং সেবা প্রদানকারী, সার্চ ইঞ্জিন, অন-লাইন পেমেন্ট সাইট, অন-লাইন নিলাম সাইট, অন-লাইন মার্কেট এবং সাইবার ক্যাফে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(ঢ)ওবায়োমেট্রিক্স্ব বলিতে সেই প্রযুক্তিকে বুঝাইবে যা মানুষের শারীরিক বৈশিষ্টসমূহ পরিমাপ ও বিশ্লেষন করে যেমন- আঙ্গুলের ছাপ, চোখের রেটিনা ও কণীনিকা, কন্ঠস্বরের প্যাটার্ন, হাতের পরিমাপ এবং ডিএনএর যথার্থতা নিরুপনের মাধ্যম।

(ণ)ওসাইবার ঘটনাব্ব বলিতে প্রকৃত বা আশংকাজনক সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈরী পরিস্থিতিকে বুঝাইবে যেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নীতিমালা ভঙ্গ করে অনুনমোদিত প্রবেশ সংগঠিত হয়। কোন সেবা প্রদান বন্ধ বা ব্যাহত হয় এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সিস্টেম অনুনমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য পরিবর্তন, তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও সংগৃহীত হয়।

(ত) অন্য যে সকল কাজ ও অভিব্যক্তি এ বিধিমালায় সংজ্ঞায়িত হয়নি তা৬তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এ প্রদত্ত অর্থ ও সংজ্ঞাকেই বুঝাইবে।

৩। (১) এই বিধিমালা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে-

(ক) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য বা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ, প্রকাশ এবং প্রক্রিয়াকরণ;

(খ) উপাত্ত নিয়ন্ত্রক ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকারী, সরকারি সংস্থা বা অনুমোদিত কর্মচারীদের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, অংশীদারী বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার অন্তর্গত অন্য কোনও সংস্থা, যা কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে বা বাংলাদেশের সীমানার বাইরে যে কোনও স্থানে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিচালনা ; এবং

(গ) উপাত্ত নিয়ন্ত্রক ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকারী, সরকারি সংস্থা বা অনুমোদিত কর্মচারীদের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, অংশীদারী বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার অন্তর্গত অন্য কোনও সংস্থা, যা সরবরাহ বিধি, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ৯ নং বিধি) এর আওতায় বাংলাদেশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত নয় এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য সরবরাহ করে না।

(২) এই আইনের কোন কিছু সিডিউল-১ এ উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণে প্রযোজ্য হবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে, সিডিউল-১ অভিযোজন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

৪। "সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য" বলিতে ব্যক্তির নিম্নলিখিত তথ্যসমূহকে বুঝাইবে-

১। জাতিগত ব্যুৎপত্তি বা উৎস, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি;
২। পাসওয়ার্ড;
৩। আর্থিক তথ্য যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড বা অন্য পেমেন্ট উপকরণের বিবরণ বা আর্থিক লেনদেন রেকর্ড;
৪। শারীরিক, শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের তথ্য;
৫। যৌন কার্যকলাপ;
৬। মেডিকেল রেকর্ড এবং বৃত্তান্ত;
৭। শারীরিক, শারীরবৃত্তীয় বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত বায়োমেট্রিক তথ্য যা তাদের শনাক্তকরণে সাহায্য করে কিন্তু এতে সীমাবদ্ধ নয় যেমন: মুখের ছবি, জেনেটিক তথ্য, আঙ্গুলের ছাপ, হাতের ছাপ, পায়ের

ছাপ, আইরিস, হাতের লেখা, টাইপ ডায়নামিক্স, এবং কন্ঠস্বর;

৮। উপরের (১) থেকে (৭) সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্থা প্রদত্ত বিস্তারিত বিবরণ; এবং

৯। বিধি প্রয়োগকারী সংস্থার অধীনে, সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপরের (১) থেকে (৭) এ উল্লিখিত যে কোনো তথ্য।

তবে শর্ত থাকে যে, পাবলিক ডোমেইনে অবাধে এবং আইনানুগভাবে প্রাপ্ত বা অ্যাক্সেসযোগ্য যে কোন তথ্য, এই আইনের আওতায় সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৫। সংস্থার পক্ষে তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্তি, সংরক্ষন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সংস্থা নীতিমালা প্রণয়ন করিবে যাতে তথ্য সরবরাহকারী তার প্রদত্ত তথ্য দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে পারেন। এ ধরণের নীতিমালা সংস্থা বা সংস্থার পক্ষে যিনি কাজ করেন তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন। নীতিমালায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত থাকিবে:

(ক) তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যে; এবং
(খ) সংগৃহীত তথ্যের জন্য প্রদত্ত যুক্তিসঙ্গত নিরাপত্তা ও ব্যবহার বিধি।

৬। (১) এই বিধিমালার আওতার বাহিরে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সঞ্চয়, প্রক্রিয়াকরণ, প্রকাশ বা অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির তথ্যে হস্তক্ষেপ করা, যোগাযোগ বা নজরদারির মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তির তথ্য হস্তগত করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ বা অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির তথ্যে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে এই বিধিমালার সিডিউল-২ এ বর্ণিত বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন সম্মতি কেবলমাত্র তখনই বৈধ বলে বিবেচিত হবে যদি স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট, জ্ঞাত এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ বা অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

(৪) উপরোক্ত বিষয়সমুহ সত্ত্বেও, আইনী বাধ্যবাধকতা বা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদি স্থায়ী বা অগ্রহণীয় শারীরিক ক্ষতির আশংকা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে ধারা ১৫ তে উল্লিখিত বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, সম্মতি সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকিলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

৭। বিধি ৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তির তার ব্যক্তিগত তথ্য বন্টন পদ্ধতি নির্ধারণ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে।

৮। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে একটি গোপনীয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবগত করিতে হইবে এবং পরিষ্কার, সহজে বোধগম্য, সরল ভাষায় (ইংরেজী এবং বাংলায়) সিডিউল ২এ উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত ও হালনাগাদকৃত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, লিখিত ঘোষণাপত্র বা অনলাইন ফর্ম (যার মাধ্যমে সম্মতি গ্রহণ করা হয়) সেখানে অন্য কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে, গোপনীয় বিজ্ঞপ্তিতে সম্মতি গ্রহণের অংশটি অন্যান্য ধারা বা অংশ থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করিতে হইবে যাতে সম্মতি প্রদানকারী বুঝিতে পারেন যে তিনি সম্মতি প্রদান করিতেছেন।

৯। প্রত্যেক ব্যক্তি উপাত্ত নিয়ন্ত্রক এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তসমুহ হতে তাঁর ব্যক্তিগত উপাত্তে অ্যাকসেস ও সিডিউল-২ অনুযায়ী কপি প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১০। (১) প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পর্কে অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক সংশোধন যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপাত্ত নিয়ন্ত্রক এবং/ অথবা উপাত্ত প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক পরিচালিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশোধনের জন্য তথ্য প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি সংশোধন সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, গ্রহণ, সঞ্চয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা অন্য কোনভাবে তথ্য পরিচালনাকারী তথ্যের সম্ভাব্য ভুল বা বিভ্রান্তি এড়িয়ে তথ্যসমুহ হালনাগাদ রাখিবেন।

১১। (১) তথ্য নিয়ন্ত্রক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলিতে বাধ্য থাকিবেন যদি-

(ক) ব্যক্তিগত উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণের আর প্রয়োজনীয়তা না থাকে;
(খ) কোন ব্যক্তি তাহার প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করিলে;
(গ) ব্যক্তিগত তথ্য অবৈধভাবে সংগৃহীত হইলে;
(ঘ) আদালতের আদেশ বা আইনী বাধ্যবাধকতায় ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলা প্রয়োজন হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(ক) মৌলিক অধিকারের স্বার্থে;
(খ) কোন আইনী বাধ্যবাধকতা বা আদালতের আদেশ; এবং
(গ) জনস্বার্থ রক্ষায়।

১২। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত তথ্য যা তিনি তথ্য নিয়ন্ত্রককে সরবরাহ করেছেন তা প্রয়োজনে কোন বিপত্তি ছাড়াই সুনির্দিষ্ট, সাধারণভাবে ব্যবহৃত এবং মেশিনে পাঠযোগ্য বিন্যাসে প্রাপ্তির এবং অন্য তথ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর উক্ত তথ্য বহনযোগ্যতার অধিকার রাখেন।

১৩। ব্যক্তিগত তথ্যে অননুমোদিত প্রবেশ, বিনষ্ট, ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণ, সংগ্রহ, সংশোধন, ব্যাক্তি-পরিচয় ফাঁস, অননুমোদিত প্রকাশ বা ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা/ঝুঁকি সম্পর্কে জানার অধিকার তথ্য প্রদানকারীর থাকিবে এবং তথ্য সংগ্রহকারী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তথ্য প্রদানকারীকে জানাইতে বাধ্য থাকিবে।

১৪। (১) ব্যাক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার বা সঞ্চয়ের জন্য সম্মতি প্রদান করা হলে উপাত্ত নিয়ন্ত্রক এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণকারী এই বিধির বিধানসমুহ মানিয়া চলিবে।

(২) উপাত্ত নিয়ন্ত্রক এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণকারীগণ তথ্যসমুহের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও তাহাদের হেফাজতে রাখিবে।

১৫। উপরোক্ত বিধানাবলী সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত বিষয়ে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবেনা-

(ক) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, জাতীয় ও ডিজিটাল নিরাপত্তা, সাইবার সিকিউরিটির ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা সংঘটিত হওয়ার আশংকা এবং দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সমীচীন নিরাপত্তা ব্যবস্থায়;
(খ) সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি, মানি লন্ডারিং, সংঘবদ্ধ অপরাধ, মাদকদ্রব্য ও চেতনানাশক পদার্থের ক্রয়-বিক্রয় ও সন্দেহজনক অপরাধ নিবারণে;
(গ) দণ্ডবিধির ১৮৬০ সালের আওতায় অপরাধমূলক ও অ-জামিনযোগ্য অপরাধে সাব্যস্ত হলে অথবা ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং বিধি) এর অধীনে সরাসরি বিচারাধীন থাকিলে;
(ঘ) দণ্ডবিধি ১৮৬০ সালের আওতায় যে কোন অপরাধে সাব্যস্ত হলে অথবা অন্য যে কোন আইনের আওতায় নির্ধারিত সময়ে কোন তথ্য সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিচার বিভাগ হতে আদেশ প্রাপ্ত হলে;
(ঙ) আসন্ন ঝুকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সরকারি আদেশ প্রতিপালনেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরের বিধিনিষেধগুলো যথাযথ, প্রাসঙ্গিক, আনুপাতিক এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপিত হইতে হইবে।

১৬। (১) কোন কোন ব্যক্তিগত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও প্রকাশ করা হবে তার পদ্ধতি এবং পরিমাণ সম্পর্কে সম্মতি গ্রহণের সময় যথাযথ তথ্য সরবরাহ এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা তথ্য সংগ্রহকারীর দায়িত্ব।

(২) সম্মতি গ্রহনের পর সিডিউল-২ এর নির্দেশনা মোতাবেক স্বীকৃত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট, সময়োপযোগী, হালনাগাদকৃত, বোধগম্য, স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় লিখিতভাবে (ইংরেজি এবং স্থানীয় উভয় ভাষায়) প্রদান করিবেন;

(৩) পূর্বোল্লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে সরাসরি প্রভাবিত হয় এরুপ কোনও ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ বা ব্যক্তির উপর নজরদারি করা যাবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, তথ্য সংগ্রহের পর্যায়ে যে কোনও সময় তথ্য সরবরাহকারীকে সম্মতি প্রত্যাহারের জন্য উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ব্যাক্তির পূর্ব সম্মতি ব্যতীত তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের বাহিরে অন্য কোন উদ্দেশ্যে তথ্যে পরিবর্তন, অন্য তথ্য যোগ করা বা অন্য কারনে তথ্যে হেরফের করে প্রক্রিয়াকরণ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় উল্লিখিত "সম্মতি" চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ৯ নং ধারা) এর একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

১৭। (১) উপোরোক্ত ১৬ ধারায় যাহাই থাক না কেন, মেজরিটি বিধি, ১৮৭৫ (১৮৭৫ সালের ৯ নং বিধি) অনুসারে নাবালকের ব্যক্তিগত তথ্যের সম্মতি ড়

(ক) আইনি অভিভাবক থেকে প্রাপ্ত হইতে হইবে; এবং

(খ) উপাত্ত নিয়ন্ত্রক ও প্রক্রিয়াকরনকারী দ্বারা যথাযথভাবে যাচাইকৃত হইতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সাবালক হওয়ার পর, নাবালক বা তার পক্ষে আইনি অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতি বজায় রাখতে বা নিরসন করিতে পারিবেন।

(২) স্বতন্ত্র বা ভিন্নভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, উপাত্ত নিয়ন্ত্রক ও প্রক্রিয়াকরনকারীগন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী গোপনীয় নোটিশ প্রদান এবং সম্মতি প্রাপ্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৮। (১) প্রত্যেক উপাত্ত নিয়ন্ত্রক ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরনকারী অবশ্যই সকলকে এই আইনের সিডিউল-২ অনুযায়ী নির্ধারিত ছকে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ, অ্যাকসেস, প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, প্রতিটি উদ্দেশ্য পৃথকভাবে প্রদর্শিত হইবে এবং সবগুলো

বিষয়ে সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিষ্ট লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য না হইলে কোন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, অ্যাকসেস বা প্রক্রিয়াজাত করা যাইবে না;

তবে অন্য কোন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হলে তা "ঐচ্ছিক" হিসাবে পরিগণিত হবে।

(৩) আর্কাইভ করণ বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা ঐতিহাসিক প্রয়োজন বা পরিসংখ্যানের জন্য ব্যক্তিগত তথ্যের অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গত হইবে না যদি তা বিশ্বস্ততার সাথে সংগৃহীত হয়, যথাযথভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয়।

১৯। ব্যক্তিগত তথ্য ব্যক্তির সম্মতি সাপেক্ষে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করা যাইবে-

(ক) চুক্তি সম্পাদন;
(খ) আইনি বাধ্যবাধকতা;
(গ) জরুরি চিকিৎসা;
(ঘ) আদালতের বিচারিক কার্যের প্রয়োজন;
(ঙ) সংবিধিবদ্ধ, সরকারী বা অন্য কার্যাবলীর মূল্যায়ন সম্পাদন; এবং
(চ) সরকার কর্তৃক জারীকৃত অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে।

২০। এই বিধিমালার ১৬ এবং ১৯ বিধিতে যাই থাক না কেন,

(১) চিঠি, ফ্যাক্স বা ইমেলের মাধ্যমে সম্মতিসূচক এবং স্পষ্ট ভাষায় লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য সংগ্রহের মুল উদ্দেশ্যের বাহিরে কোন সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য কল্যাণ স্কিম এবং সামাজিক সুরক্ষা আইনের বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াজাত করা যাইবে না।

(৩) সরকারী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান,কর্তৃপক্ষ বা বেসরকারী সংস্থা, অংশীদারী কারবারী বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা আইনি প্রয়োজনে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য সংগৃহীত হলে ভিন্ন কোনও সংস্থার সহযোগিতায় বা স্বতন্ত্রভাবে তা নিরীক্ষণ করা যাইবে যদি তা-

(ক) অত্র আইনের ১৫ ধারায় উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রোফাইল তৈরী; অথবা
(খ) বেআইনী ভাবে গণমাধ্যমে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা জাতির প্রোফাইল তৈরী ; অথবা
(গ) তৃতীয় পক্ষের বেআইনী অ্যাকসেস সংগঠিত হয়।

(৪) সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বে উন্নত নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা উপাত্ত নিয়ন্ত্রক বা প্রক্রিয়াকারীর কর্তব্য।

২১। (ক) ব্যক্তিগত তথ্য অন্য কোন পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না তবে তথ্য প্রদানকারীর সম্মতিক্রমে অন্য কোন পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা যাইবে, যদি তৃতীয় পক্ষ এই বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালন করে থাকে এবং তথ্য হস্তান্তর তথ্য প্রদানকারীর সাথে তৃতীয় কোন পক্ষের মধ্যে চুক্তির জন্য প্রয়োজন হয়।

(খ) ব্যক্তিগত তথ্য সরকারি বিভিন্ন এজেন্সির নিকট পূর্বানুমতি ব্যাতিরেকে হস্তান্তর করা যাইবে যদি তা পরিচিতি নিশ্চিতকরণ, সাইবার ইনসিডেন্ট মোকাবিলা, তদন্ত, মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে এজেন্সি ডাটা সুরক্ষা ও প্রক্রিয়াকারীর নিকট তথ্য চাওয়ার কারণ ও উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে অনুরোধ পত্র পাঠাবে এবং নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন যে, তারা প্রাপ্ত তথ্য অন্য কোন পক্ষ বা ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বা প্রকাশ করিবে না এবং প্রাপ্ত তথ্য অন্য কোন পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(গ) বিধিমালায় যাহা থাকুক না কেন আদালতের নির্দেশ থাকিলে তথ্য তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে তথ্য গ্রহণকারী কোন গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করিবে না।

২২। কোনও নির্দিষ্ট কাজের জন্য সংগৃহিত ব্যক্তিগত তথ্যসমুহ কার্য সমাপ্তির পর সংরক্ষন করে রাখা যাবে না।
তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২৩। (১) কোন পক্ষ নির্দিষ্ট কাজের জন্য সংগৃহীত অন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পরে বা কোন কারণে বাতিল হওয়ার পরে বা প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশি সময় সংরক্ষণ করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত, যে কোন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত বা গৃহীত কোন ব্যক্তিগত তথ্য উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর বা অন্য কোন কারনে তা বাতিল হলে সংগৃহীত তথ্য অবিলম্বে ধ্বংস করিতে হইবে।

(৩) এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত কারনে সংগৃহীত ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের মুল উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পরও প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাইতে পারে, যদি -

(ক) কোন ব্যাক্তি তার সম্পর্কিত তথ্য উক্ত কাজে ব্যবহারের পূর্ব সম্মতি প্রদান করেন; অথবা
(খ) ঐতিহাসিক, পরিসংখ্যানগত বা গবেষণামূলক কাজের জন্য প্রয়োজন।

২৪। কোন ব্যক্তিগত তথ্য অন্য কোন পক্ষের কাছে হস্তান্তরের পূর্বে এই আইনের ১৬ ধারা মোতাবেক লিখিত সম্মতি নিতে হইবে এবং এই আইনের ৭ ধারা মোতাবেক ব্যক্তিকে তা অবহিত করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য পক্ষের তথ্য গোপনীয়তা নীতি এবং নিরাপত্তার মান এবং গোপনীয়তা নীতি লংঘন করিবে না মর্মে নিশ্চিত হয়ে তথ্য হস্তান্তর করিতে হইবে।

২৫। কোন ব্যক্তিগত তথ্য অন্য কোন দেশে স্থানান্তরের পূর্বে এই আইনের ১৬ ধারা মোতাবেক লিখিত সম্মতি নিতে হইবে এবং এই আইনের ৭ ধারা মোতাবেক ব্যক্তিকে তা অবহিত করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের বাহিরে তথ্য হস্তান্তর কেবলমাত্র গোপনীয়তা নীতি এবং নিরাপত্তার মান সম্পর্কে এবং তথ্য গ্রহনকারী গোপনীয়তা নীতি লংঘন করিবে না মর্মে নিশ্চিত হয়ে অন্য পক্ষের নিকট তথ্য হস্তান্তর করিতে হইবে।

২৬। ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ অথবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করার জন্য, যতদূর সম্ভব ছদ্মবেশ বা সিউডো-অ্যানোনিমাইজেশন করা উৎসাহিত করিতে হইবে।

২৭। তথ্যের অননুমোদিত অ্যাকসেস, তথ্য ধ্বংস, ব্যবহার, প্রক্রিয়াজাত করা, সংরক্ষণ, পরিবর্তন, কাউকে সনাক্ত করা, তথ্যের অননুমোদিত প্রকাশ (দুর্ঘটনামূলক বা আনুষাঙ্গিক) বা অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি প্রশমন করা উপাত্ত নিয়ন্ত্রক ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকারীর দায়িত্ব। এরুপ কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিকেও নিরাপত্তা লঙঘনের ক্ষতি কমানোর জন্য সাত দিনের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে।

২৮। এজেন্সির পরামর্শক্রমে সময়ে সময়ে সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুসারে নিরাপত্তার ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা উপাত্ত নিয়ন্ত্রক এবং উপাত্ত প্রকিয়াজাতকারীর দায়িত্ব।

২৯। (১) এই আইনের আওতায় স্বচ্ছতার সাথে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অ্যাকসেস বা প্রক্রিয়াজাত করা উপাত্ত নিয়ন্ত্রক এবং উপাত্ত প্রকিয়াজাতকারীর দায়িত্ব।

(২) কোন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহে উপ-ধারা (১) এর লঙঘন অবৈধ বলে গণ্য হইবে।

৩০। যে কোন ঘটনায় বা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা এবং এই আইনের গোপনীয়তা বিধানাবলী মেনে চলা উপাত্ত নিয়ন্ত্রক, প্রক্রিয়াজাতকারী ও তৃতীয় পক্ষের দায়িত্ব।

৩১। যে কোন ঘটনায় অননুমোদিত বা বেআইনী অ্যাকসেস বা ব্যবহার, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, তথ্য ধ্বংস বা সাইবার হামলার বিরুদ্ধে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা উপাত্ত নিয়ন্ত্রক, প্রক্রিয়াজাতকারী ও তৃতীয় পক্ষের দায়িত্বঃ
কোন তথ্য বিচ্যুতির ঘটনায় সাত দিনের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে অবহিত করা এবং ক্ষতি কমানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা উপাত্ত নিয়ন্ত্রক, প্রক্রিয়াজাতকারী ও তৃতীয় পক্ষের দায়িত্বঃ
এছাড়াও এ বিধিমালার আওতায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন ও তার প্রমানভার উপাত্ত নিয়ন্ত্রক, প্রকিয়াজাতকারী ও তৃতীয় পক্ষের উপর বর্তাইবে।

৩২। এই বিধিমালার আওতায় পূর্বলিখিত সম্মতি সাপেক্ষে তথ্যের সঠিকতা বজায় রেখে সংগৃহীত তথ্যাবলী অ্যাকসেস, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাত করা উপাত্ত নিয়ন্ত্রক, প্রকিয়াজাতকারী ও তৃতীয় পক্ষের দায়িত্বঃ

৩৩। (১) প্রত্যেক উপাত্ত নিয়ন্ত্রক, প্রক্রিয়াজাতকারী বা তৃতীয় পক্ষ, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের আনুষঙ্গিক প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন কোন ব্যাক্তিকে তথ্য সুরক্ষাকারী কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিবে এবং এই আইনের আওতায় কোনও অনুরোধ, স্পষ্টীকরণ বা অভিযোগের সমাধান করার ক্ষমতা প্রদান করিবে।
(২) কোনও অনুরোধ, ব্যাখ্যা বা অভিযোগের সংশোধন বা সমাধান প্রদানে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক আরোপ করা হইবে না।

৩৪। (১) এজেন্সি একজন তথ্য সুরক্ষা কর্মকর্তা-নিয়োগ প্রদান করিবেন যিনি

(ক) স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবে;

(খ) লিখিত বা ইলেকট্রনিক ফর্মে অনুরোধ, স্পষ্টীকরণ বা অভিযোগের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহন করিবে;

(গ) অভিযোগ গ্রহণের সাত দিনের মধ্যে তদন্তকার্য শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(ঘ) অভিযোগ প্রাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে;

(ঙ) উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উপাত্ত নিয়ন্ত্রক ও প্রক্রিয়াজাতকারীকে সুপারিশ করিবে; এবং

(চ) কার্যবিবরনী প্রস্তুত, ফলাফল এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণ লিপিবদ্ধ করিবে ।

(২) তথ্য সুরক্ষাকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা না হলে বা নব্বই দিনের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ সমাধানে ব্যর্থ হলে, প্রতিকারের জন্য অভিযোগকারী মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

৩৫। এই বিধিমালা প্রযোজ্য না হইলে, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির উপর নজরদারি করিতে বা অন্য কাউকে নজরদারিতে সহায়তা করিতে পারিবে না।

৩৬। সরকারী কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত কর্মকর্তা বা সরকার কর্তৃক তদন্তে সহায়তা প্রদানকারী ব্যতিরেকে এই বিধি মোতাবেক কোন ব্যক্তি নজরদারি, সহায়তাকারী বা নজরদারি পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত হওয়া স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হইবে।

৩৭। (১) উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকারী যুক্তিসঙ্গত নিরাপত্তা প্রতিপালন করেছেন বলে ধরে নেয়া হবে যদি তারা নিরাপত্তার অনুশীলন করে থাকে এবং ব্যবহার বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করে থাকে। এতদউদ্দেশ্যে সংস্থা ও ব্যক্তির নিকট বিস্তারিত তথ্য নিরাপত্তা প্রোগ্রাম চালু থাকিতে হইবে এবং বাস্তব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি সময় সময় এতদসংক্রান্ত মানদন্ড নির্ধারণ করিবে এবং ঝঙচ জারী করিবে। যদি বখনো কোন তথ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ব্যক্তিকে প্রমান করিতে হইবে যে, তারা তথ্য সুরক্ষার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং বাস্তবধর্মী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছিল।

(২) সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে এ লক্ষ্যে ওঝ/ওঝঙ/ওঊঈ ২৭০০১ এর মান অর্জন করিতে হইবে তবে এজেন্সির নির্ধারিত অন্যান্য বোর্ড অব কনডাক্ট প্রতিপালন করলেও তা অর্জন করেছে বলে ধরে নেয়া হবে। যা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারী হইবে। উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকারী প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অডিটরের মাধ্যমে বৎসরে নূন্যতম এক বছর নিরাপত্তা বিষয়ে অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সিস্টেমের উন্নয়ন হইলেও অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এর উভয় ক্ষেত্রে অডিটের রিপোর্ট ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে। এছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি সময় সময় তথ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করিতে পরিবে।

বিবিধ

৩৮। বিধি ১৫ এর আওতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষণ ও ব্যক্তিগত তথ্য হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে। এজেন্সি চাহিলে তথ্য নিয়ন্ত্রক ও প্রক্রিয়াকারী বডি কর্পোরেট/সংস্থা কে যে কোন তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৩৯। সরকার, এজেন্সির মহাপরিচারক বা পরিচালক বা এজেন্সি নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই বিধির আওতায় যে কোন ক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যে অনুসরণ করলে তার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইবে না।

৪০। এই বিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, এই আইনের বিধানাবলী সহিত সঙ্গতি রেখে সরকার গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত অসুবিধা অপসারণের জন্য সমীচীন পদক্ষেপ গ্রহন করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধি প্রবর্তনের তিন বছর পর এই ধারার আওতায় এ ধরনের কোনও আদেশ কার্যকর করা যাইবে না।

সিডিউল-১: ব্যতিক্রমসমুহ

এই আইনের আওতায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য

সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণ করা যাইবে না:

১। একান্ত ব্যাক্তিগত বা পারিবারিক নিয়মতান্ত্রিকতা সংক্রান্ত;

২। কোন মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে;

৩। তথ্য অধিকার বিধি, ২০০৫ এর আওতায় প্রকাশযোগ্য; এবং

৪। বেনামী তথ্যসমুহ কোন ব্যাক্তিকে সনাক্ত করার কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

সিডিউল ২: গোপনীয় বিজ্ঞপ্তি

এই আইনের আওতায় গোপনীয় বিজ্ঞপ্তিসমুহে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ অর্ন্তভুক্ত থাকবে--

(ক) কি কি ব্যাক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হবে;

(খ) তথ্য প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য;

(গ) ব্যাক্তি সম্পর্কিত তথ্যের শ্রেনীবিভাগ;

(ঘ) ব্যাক্তিগত তথ্যাবলী যাদের কাছে প্রকাশ করা হবে অথবা বিশেষ করে তৃতীয় কোন দেশে বা আন্তর্জাতিক কোন সংগঠনে প্রদান করা হলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা;

(ঙ) অনুমিত সময়সীমার মধ্যে ব্যাক্তিগত তথ্যসমুহ সংরক্ষন করা এবং সম্ভব না হলে ঐ সময়সীমার জন্য নির্নায়ক ব্যবহার করা।

(চ) উপাত্ত নিয়ন্ত্রক কোন ব্যাক্তিগত তথ্য সংশোধন বা মুছে ফেলার অথবা প্রক্রিয়াকরণে বাধাদান বা এই ধরনের প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধ করার অধিকার;

(ছ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দাখিলের বিধান;

(জ) ব্যাক্তিগত তথ্য সরাসরি ব্যাক্তি থেকে সংগ্রহ করা না হলে,তথ্যের উৎস সম্পর্কে উল্লেখ করা;

(ঝ) সুনির্দিষ্ট অর্থবহ ও যুক্তিপুর্ন তথ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকলে, এবং ব্যক্তির জন্য তাত্পর্যপূর্ণ প্রক্রিয়াজাত পরিদর্শিত ফলাফল।